অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -
মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com
যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

শিল্পীর সঙ্গে খেলোয়াড়ের ঘর-সংসার

নি ব ন্ধ

বিভাংশু দত্ত

খেলার সঙ্গে গান বা সিনেমার সঙ্গে মাঠের আপাত কোনও যোগ নেই। গান-নাটক-নাচ-অভিনয় হল সুকুমারশিল্প। ললিতকলার সঙ্গে মাঠ-ময়দানের অনেক দূরের সম্পর্ক। বলা ভালো, কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু আছে, অবশ্যই আছে। দুই ভিন্ন জগতের দুই অধিবাসীর মধ্যে যখন পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা জেগে ওঠে, তখন তাকে সম্পর্কহীনই বা বলি কী করে? দুজনের গভীর প্রণয় যখন পরিণয়ে পরিণত হয় তখন মাঠের সঙ্গে শিল্পের যোগকে মেনে নিতে হয় বইকি!

ভারতে এরকম বেশ কয়েকজোড়া উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে ক্রিকেটারের সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন কোনও অভিনেত্রী, ফুটবলারের ঘরনি কোনও গায়িকা বা খেলোয়াড়ের স্বামীও কখনও হয়েছেন কোনও অভিনেতা। এরকম কয়েকজনের কাহিনি শোনানোর উদ্দেশ্যে আজকের এই অবকাশযাপন।

প্রথমে ক্রিকেটারদের সংসারেই ঢোকা যাক। ১৯৬৭ তে শেষবারের মতো ভারত সফরে এসেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক গ্যারফিল্ড সোবার্স। তখনও পর্যন্ত তাঁর টেস্টে এক ইনিংসে ব্যক্তিগত ৩৬৫ রানের রেকর্ডটা অক্ষত। সে বছরেই ইডেন টেস্টে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। শুধু মাঠে নয়, সোবার্সের মনেও আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন অঞ্জু মহেন্দ্র নামে ভারতের এক অভিনেত্রী। কত স্টোরি, কত গসিপ তখন ওই দুজনের প্রেমকাহিনি নিয়ে। সোবার্স নাকি অঞ্জুকে বিয়ে করেছেন এমন কথাও চাউর হয়ে গিয়েছিল। শেষমেশ তা অবশ্য হয়নি। সোবার্সের ক্যালিপসোর সুর আস্তে আস্তে থেমে যায় আর 'কসৌটি জিন্দেগিকে'-র অঞ্জুর থেকে দূরে সরে যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান অধিনায়ক।

ক্যারিবিয়ান অধিনায়কের প্রেম থিতু হয়ে গেলেও ভারতের সেই সময়কার অধিনায়কের প্রেম তখন একটা মিথ, ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্রিকেটার মনসুর আলি খান পতৌদির সঙ্গে সংসারের পিচে জুটি বাঁধতে চলেছেন অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। একে হিন্দু, তার উপর ঐতিহ্যশালী ঠাকুর পরিবারের মেয়ে (গীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে) শর্মিলা কিনা গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন বনেদি খানদানি মুসলমান নবাবের সঙ্গে! সারা দেশ দুজনের এই 'দুঃসাহসিক' ঘর বাঁধার গল্পে মশগুল। সবার মুখে এই বিয়ের কথা। শেষ পর্যন্ত দুজনের বিয়ে হল। সব সমালোচকের মুখ বন্ধ করে ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে দুজনে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। পতৌদির মৃত্যু পর্যন্ত দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট। দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে সুখেই কেটেছে মনসুর-শর্মিলার দাম্পত্য জীবন।

রিনা রায় কয়েকটা ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। বলিউডে তখন তাঁর বেশ নাম ডাক। তিনি হঠাৎই বিয়ে করে বসলেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান মহসিন খানকে। ওপেনারের সঙ্গে নতুন জীবন ওপেন করে শ্বশুরাল পাকিস্তানে চলে যান রিনা। আস্তে আস্তে অভিনয় জীবন থেকেও নিজেকে প্রায় গুটিয়ে নিলেন।

বলিউডে বড়ো ও ছোটো পর্দার অভিনেত্রী হিসাবে তখন আলোচিত একটি নাম নীনা গুপ্ত। তিনিও প্রেমে পড়লেন দুর্ধর্ষ ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যান ও স্পিনার ভিভিয়ান রিচার্ডসের। শুধু প্রেম নয়, নীনার দাবি, তাঁর সন্তানের পিতা নাকি রিচার্ডসই। শুনেছি রিচার্ডসও এই সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করেননি। ভিভ রইলেন দ্বীপরাষ্ট্রে, ভারতে নীনার কাছেই বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁদের সন্তান।

পরবর্তীকালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুই অধিনায়কের ঘরনিও ললিতকলা জগতের। ২০০৩ এ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী তাঁরই প্রতিবেশী ওড়িশি নৃত্যের বিখ্যাত শিল্পী ডোনা। ক্রিকেটের সঙ্গে নৃত্যের দুর্দান্ত যুগলবন্দি। দুটোই ছন্দোময়। তাই বিন্দুমাত্র ছন্দপতন ঘটেনি সৌরভ-ডোনার নতুন জীবনে।

আর একজন বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি। যেমন বিরাট খেলোয়াড়, তেমনই বিরাট প্রেমিক। অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এখনও সংসার পাতেননি ঠিকই, তবে দুজনের প্রেম-রসায়নের যে দ্রুত অগ্রগতি তাতে দুজনের বিয়েটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

একসময় ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাংলার এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অবশ্য তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

এবারে সব খেলার সেরা বাঙালির ফুটবলে ফেরা যাক।

অতীতের বাঙালি অভিনেত্রী অনুভা গুপ্ত ফুটবলকে খুব ভালোবাসতেন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার মাঠে নিয়মিত খেলা দেখতে যেতেন তিনি। মাঠে দর্শক আসনে অভিনেত্রীকে নিয়মিত দেখে তাঁর প্রেমে পড়ে যান মোহনবাগানের খেলোয়াড় অনিল দে। ফুটবল ও অভিনয় তখন এক বৃত্তে চলে আসে। দুজনের বিয়েও হয়। সে বিয়ে অবশ্য বেশিদিন টেকেনি। পরে অনুভা গুপ্ত অনিলকে ছেড়ে বিয়ে করেন অভিনেতা রবি ঘোষকে।

অনিল-অনুভা বিয়ে স্থায়ী না হতে পারে, তবে বন্ধু-তপতীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। ১৯৫৬-র মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধু ব্যানার্জি নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারতীয় ফুটবল দল ওই একবারই অলিম্পিকে সেমিফাইনালে উঠেছিল, সেটা ওই ১৯৫৬তেই। বন্ধু বিয়ে করেন অভিনেত্রী তপতী ঘোষকে। প্রথম বিয়ের কিছুদিন পরেই স্বামী সচ্চিদানন্দ ঘোষকে ছেড়ে দিয়ে বন্ধুকে বিবাহ করেন গান জানা অভিনেত্রী তপতী ঘোষ। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সুখে কেটেছে সমর তপতীর দাম্পত্য জীবন। পুত্র আত্মঘাতী, স্ত্রীও চলে গেলেন কদিন আগে। প্রাক্তন মোহনবাগানি বন্ধু সংসারে এখন বড় একা, আক্ষরিক অর্থেই পায়ে তাঁর 'বল' নেই।

১৯৯০ এ ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন সাইড ব্যাক বলাই মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রী একালের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা পুবালি নাথ। বলাইয়ের খেলা থেমে গেলেও গানের ভেলা অবিরাম ভাসিয়ে চলেছেন বলাই ঘরনি গায়িকা পুবালি নাথ। গত দশকে ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগান দুই দলেই গোলরক্ষা করেছেন ডাক্তার দম্পতির কৃতী সন্তান রজত ঘোষ দস্তিদার। রজতের স্ত্রী বর্তমানের ছোটো পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সোনালি চৌধুরি। দুজনেরই এটি দ্বিতীয় বিবাহ। ফুটবলার রজতের সঙ্গে সোনালি সংসার পাতে ২০১৫-র ডিসেম্বরে। সোনালি অভিনয়-নৃত্য নিয়ে ব্যস্ত আর গোলরক্ষা ছেড়ে সোনালির সোনালি সংসার এখন রক্ষা করছেন রজত। ইস্টবেঙ্গলের গোয়ানিজ ফুটবলার অ্যালভিটো ডি কুনহা অভিনেত্রী নর্তকী রিমঝিম মিত্রের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। বিয়ে প্রায় পাকা। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক সদ্য প্রয়াত শান্ত মিত্রও মেনে নিয়েছিলেন ভাইজির এই সম্পর্ক। কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত আর পৌঁছয়নি ফুটবলার অভিনেত্রীর এই সম্পর্ক। অ্যালভিটো পরে এক গোয়ানিজ মেয়েকেই বিয়ে করেন।

প্রাক্তন ফুটবলার কোচ অর্জুন পুরস্কৃত অরুণ ঘোষ ছয়ের দশকে বিয়ে করেন বিখ্যাত সংগীত পরিবারের মেয়ে রিনা চৌধুরিকে। প্রবাদ প্রতিম লোকসংগীতশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরির বোন এই রিনা। রিনাও ভালো গান গাইতেন। তবে জনপরিচিতি পাননি। যেমন আরেক অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মোহনবাগান অধিনায়ক বর্তমান সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ে করেন অভিনেত্রী সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন পারমিতাকে। দুঃখের বিষয়, সঙ্ঘমিত্রা ও পারমিতা দুই বোনই সম্প্রতি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৬০ এ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন বাংলার মহিলা ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন দীপা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্যুটিংয়ের অবসরে সৌমিত্র প্রায়ই দীপার কোর্টের পাশে গিয়ে খেলা দেখতেন। পরে ১৯৭০ দীপা 'বিলম্বিত লয়' ছবিতে অভিনয় করেন। তারপরে অবশ্য কোনও ছবিতে দীপাকে দেখা যায়নি। এখন দুজনেই এককোর্টে এক সংসার সামলাচ্ছেন। কন্যা দৌহিত্র দুজনেই অভিনয়টাকেই বেছে নিয়েছেন। ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট কেউ ধরেননি।

জল থৈ থৈ

হিন্দোলা মজুমদার

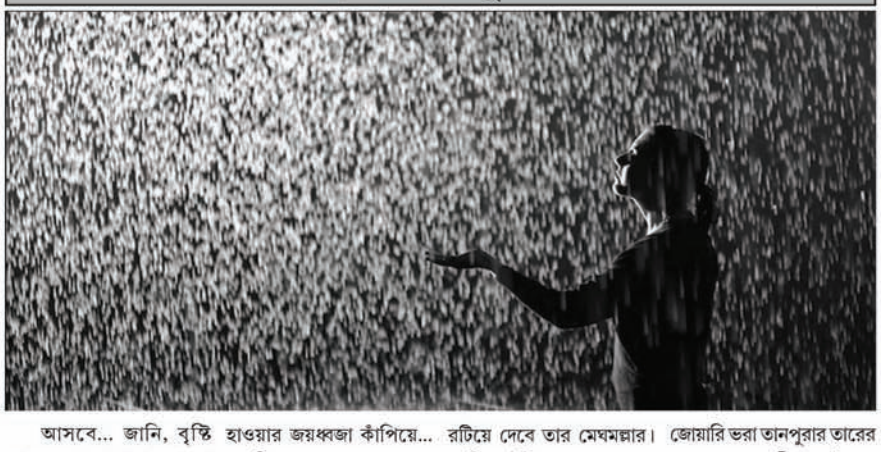

আজ বৃষ্টিটা ধরা পড়তে পড়তে পালিয়ে গেল। ভেবেছিলাম, ভালোবেসে এক আঁজলা জল জমাবো। চোখেমুখে ক্লান্তির বহুপুরানো কালিঝুলি নেয়ে ধুয়ে ধুলোবালির সাথে গিট পাঁকিয়ে পরদেশে ছুঁড়ে ফেলার সাধ ছিল মনের আনাচে কানাচে। সে সাধ আমার হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারের পায়ে পায়ে উধাও। 'বর্ষাদিনের প্রথম কদমফুল' কেমন সে ছবি, তাকে হৃদয়ের মাঝে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরে কাব্যি করতে কেমনে লাগে, কেমন সে আরামের ঘুম... বুঝতে গিয়ে মাঝবয়সী চাঁদটা আমার মেঘের ঘন পর্দা টেনে বার্ধক্যের ছাপ লুকাল। আজ পশমিনার মতো হালকা হাওয়ার ফুরফুরে চাদরটা আকাশের গায়ের উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে উড়ছে। মাঝে মাঝে গুমোট একটা ভ্যাপসা গরম, কিছু শুকনো পাতার মেঠো গন্ধ, আর হাতছাড়া হওয়া মন কেমনের বৃষ্টিটার ঝিনিঝিনি নিক্কণ—সবের একটা গাঢ় মিশ্রণের প্রাকৃতিক নেশা গুলিয়ে গুলিয়ে বুকের ঠিক মধ্যিখানে মুচড়ে উঠছে বারবার। মনের প্রধান ফটক হাট করে খোলা... স্মৃতির ঝাঁকা বয়ে উসকো খুসকো কিসব ঝরা পাতার মচমচানি খসখসানি মেঘলা সুর উঠোন পেরিয়ে সোজা সদর দরজার খিড়কি ভেঙে সিঁধ কাটছে জোর করে বুজিয়ে রাখা নিঘুম দু-চোখের ঝাপসা ঝাউঘন কাজলকালো পাতায়, গহীন উত্তাপে।

আমার জল থৈ থৈ বাগান জুড়ে সারাবছর ধরে লাল শালুকের বন্যা। তায় আবার আজ উপরি পাওনা, বহু সাধনার ফল আমার শিশুচারায় ছোট্ট বেলকুঁড়ি পাপড়ি মেলে ধরেছে। ফুটফুটে দুধসাদা আনকোরা নিষ্পাপ চাহনি। নাকের ডগায় অল্পক্ষণ আদর করায় পাগল গন্ধে উতল ছোঁয়ায় চুমু খেল।

আসবে... জানি, বৃষ্টি আসবে কালবোশেখের ঝোড়ো হাওয়ার জয়ধ্বজা কাঁপিয়ে... প্রকৃতির কানে কানে চুপচাপ রটিয়ে দেবে তার মেঘমল্লার। সেদিন খুউউব হবে ভাঙচুর... জোয়ারি ভরা তানপুরার তারের মৃদু কম্পনে 'কিশলয়'-এর নিটোল সোনাঝরা সুর ভাসবে উথালপাথাল, অথচ এমনি একটা দিনের প্রতীক্ষার অবসান চেয়ে শান্ত সমাহিত থেকেছে একুশটি অপলক ফাল্গুনের থমথমে দীর্ঘশ্বাস, শিরশিরে দক্ষিণ হাওয়ার খ্যাপামি, ফুল ফোটানোর উদ্দামতা। ভেঙেচুরে তছনছ হোক তবু আসুক ঝমঝম নূপুর বাজিয়ে। আমি পৃথিবীর 'পরে একাকী নির্জন ঘাসবিছানো শীতলতায় আদম-ইভের যুগলবন্দি বন্য ভূমিকার অনাঘ্রাত ঘ্রাণ লুটিয়ে দিয়ে আদিমতার প্রথম সূচনা হয়ে ঝলসে উঠতে চাই। আমি ...হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই চাই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার অঙ্কুর হয়ে জন্ম নিতে, বৃষ্টিভেজা ছলছল অরণ্যের শিকড়ের অন্তরালে।

সবই কেবল বৃষ্টি

আমার অনেক বৃষ্টি ছিল বাকি
তোমায় চেয়েছিলাম উপুড় করে দেব,
হয়নি আজও দেওয়া...
সবটাই ছিল ফাঁকি।
মেঘপুকুরের আনাচ কানাচ জুড়ে
কালো কালো কষ্ট অনেক ভেসে বেড়ায়,
অনেককালের চেনা সুরে।
ফাঁদ পেতে ওই ধরতে গেল
মাছরাঙা এক...
ঠোঁটে জমা রঙিন আরও কষ্ট গেল মিশে।
এই বৃষ্টি ভীষণ চেনা আমার...
আগেও যেন অন্য কোনো দেশে দেখেছি,
বৃষ্টি... বৃষ্টি... টুপ টুপ।

হয়তো অন্য কোনো নক্ষত্রের রাতে
আমায় জড়িয়ে ধরা বৃষ্টি-ছোঁয়াচ,
এক বুক আকাশমাঝে রাখা মেঘভেলায়
ভেসে ভেসে — এই পৃথিবীতে এল আবারও
যা কিছু ছুঁই আদর ভেবে,
সবই কেবল বৃষ্টি দিয়ে গেল।